দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 NOV 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৪ .....

50

নকলের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে ঘৃণার পরিবেশ গড়িয়া তোলার আহ্বান

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (শনিবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক কর্মশালায় বক্তারা পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি বিশেষতঃ নকলকে ক্যান্সারের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, দলমত নির্বিশেষে এই ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া তোলা না হইলে দেশ ও জাতি ভবিষ্যতে অন্ধকারের অতলগহ্বরে নিমজ্জিত হইবে। বক্তারা

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

নকলের বিরুদ্ধে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বলেন, পরীক্ষায় নকল করা মারাত্মক অন্যায় কাজ হইলেও কেহই এই ব্যাপারে ততটা সোচ্চার নয়। নকল করিয়া পরীক্ষায় পাস করাটাই যেন বাহাদুরি হইয়া পড়িয়াছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে ঘৃণার পরিবেশ গড়িয়া তোলার জন্য সকলকে আহ্বান জানান হইয়াছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর (বার্ড) সভাকক্ষে 'বাংলাদেশে পরীক্ষায় দুর্নীতি প্রতিকার ও প্রতিরোধ' শীর্ষক দিনব্যাপী এই কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। আইন-বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এটিএম শামসুল হক, জাতীয় সংসদের হুইপ মজিবুল হক, আফম মোস্তফা কামাল এমপি, মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ এমপি, কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ তপনকান্তি চৌধুরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। কর্মশালায় মূল কার্যপত্র উপস্থাপন করেন দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র রিপোর্টার রেজানুর রহমান। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ তোজাম্মেল আলী, রাজশাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান খোন্দকার খলিলুর রহমান, চট্টগ্রাম বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ এনায়েতুর রহমান, যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আফছার উদ্দিন শেখ, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান কাজী ফারুক আহমেদ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ম আখতারুজ্জামান, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশিদ আলম, সেকেন্ডারী টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর সালেহ মতিন, রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মনসুর রহমান, প্রফেসর খোদা রাখা প্রমুখ কর্মশালায় বক্তৃতা করেন। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসন, বিভিন্ন শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ দিনব্যাপী এই কর্মশালায় যোগ দেন।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, পরীক্ষায় নকল 'একটি সামাজিক ব্যাধি। অথচ এই ব্যাপারে সামাজিক এমনকি পারিবারিকভাবেও কেন ঘৃণা নাই। তিনি বলেন, পরীক্ষায় নকলের জন্য অনেক কারণ দায়ী। তবে আমার ধারণা শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত পড়াশুনার ব্যবস্থা থাকিলে শতকরা ৮০ ভাগ নকলের প্রবণতা কমিয়া যাইত। তিনি বলেন, পরীক্ষা কেন্দ্র বলিতেই নকলের চিত্র ভাসিয়া উঠে। শুধু রাজনীতিবিদরা নয়, সমাজের অনেক নামী-দামী মানুষ যখন নূতন পরীক্ষা সেন্টার চালুর জন্য অন্যায় আবদার তোলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে চাপ প্রয়োগ করেন তখন অবাক না হইয়া পারি না। তিনি বলেন, পরীক্ষায় দুর্নীতি এবং নকল প্রবণতাকে আর বরদাস্ত করা হইবে না।

আইনমন্ত্রী এডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু বলিয়াছেন, পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকলের জন্য শুধু এককভাবে শিক্ষক সমাজকে দায়ী করিলে চলিবে না। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুন্ডা-পান্ডাও ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি মানা হয় না। শালা অথবা সম্বন্ধীর আত্মীয়কে যোগ্যতা ছাড়াই শিক্ষক নিয়োগ করা হইলে শিক্ষার পরিবেশ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে সহজেই অনুমেয়। তিনি বলেন, নকলের জন্য অনেক কারণ দায়ী। কোথাও কোথাও ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এমনকি প্রশাসনের লোকজনও এক সাথে নকল করেন। নকল প্রবণতা ক্যান্সারের চাইতেও ভয়াবহ। সুশিক্ষিত শিক্ষক, যোগ্য প্রশাসন, সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকিলে জাতিকে এই ভয়াবহ দুর্যোগ হইতে রেহাই দেওয়া যাইবে না। কর্মশালার মূল কার্যপত্রে নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৪ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে।